ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

রোজদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

ROSEDIN ● Vol. - 1 ● Issue - 72 ● Prgi No. : WBBEN/25/A1189 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : www.rosedin.in

ই-পেপার ● বর্ষ ঃ ৫ ● সংখ্যা ঃ ২২৮ ● কলকাতা ● ০৫ ভাদ্র, ১৪৩২ ● শুক্রবার ● ২২ আগস্ট ২০২৫ ● পৃষ্ঠা - ৮ ● মূল্য - ৫ টাকা

পর্ব 35

হিমালয়ের সমর্পণ যোগ

এই জ্ঞান যখন গুরুদেবের সান্নিধ্যে আমি পেলাম আর এক বৃক্ষ থেকে আমি পরমাত্মার জীবনচক্রের রহস্য জানলাম, তখন আমার কাছে তো ঐ বৃক্ষই পরমাত্মা হয়ে গেল। আমি এরকমই চিন্তা করছিলাম। গুরুদেব জিজ্ঞাসা করলেন,

"কি চিন্তা করছ? চিন্তা করো না, একে আত্মসাৎ কর।"একথা বলে তিনি এক পাতার উপরে কোন গাছ থেকে বেরোনো আঁঠা আমাকে খাওয়ার জন্য নিয়ে এসে দিলেন আর বললেন, "এটা খেয়ে নাও।" ওটা কি ছিল জানি না, আমি তাড়াতাড়ি খেয়ে নিলাম, আমি তো তাঁর হাত থেকে বিষও খেতে রাজী ছিলাম।

ক্রমশঃ

এক চড়েই কমিশনার বদল!

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

খোদ মুখ্যমন্ত্রীকে চুলের মুঠি ধরে চড়! সরিয়ে দেওয়া হল দিল্লি কমিশনার সিবিকে সিংহকে। তাঁর জায়গায় এবার দায়িত্বে পেলেন ১৯৯২ ব্যাচের আইপিএস অফিসার সতীশ গোলচা। ডিজি (প্রিজনস) পদে কর্মরত ছিলেন তিনি। ১ অগাস্ট দিল্লির পুলিস কমিশনারের অতিরিক্ত দায়িত্ব পেয়েছিলেন হোমগার্ডে ডিজি সিবিকে সিংহ।অন্য একজনের অবশ্য দাবি, মুখ্যমন্ত্রীর কাছে সাহায্য চাইতে এসেছিলেন রাজেশ। কারণ তাঁর এক আত্মীয়কে গ্রেফতার করা হয়েছিল। তবে দিল্লি পুলিসের পক্ষ থেকে এখনও কোনও সরকারি বিবৃতি পাওয়া যায়নি। ঘটনার রীতিমতো তোলপাড় শুরু হয় দিল্লিতে। শেষপর্যন্ত সরিয়ে দেওয়া হল দিল্লির পুলিস কমিশনারকেই। গতকাল, বুধবার দিল্লিতে নিজের বাড়িতেই আক্রান্ত হন মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা। তখন 'জনশুনানি'তে ব্যস্ত ছিলেন তিনি। কাগজ দেওয়ার নাম করে মুখ্যমন্ত্রীর সামনে চলে আসেন এক ব্যক্তির। এরপর

এরপর ৩ পাতায়

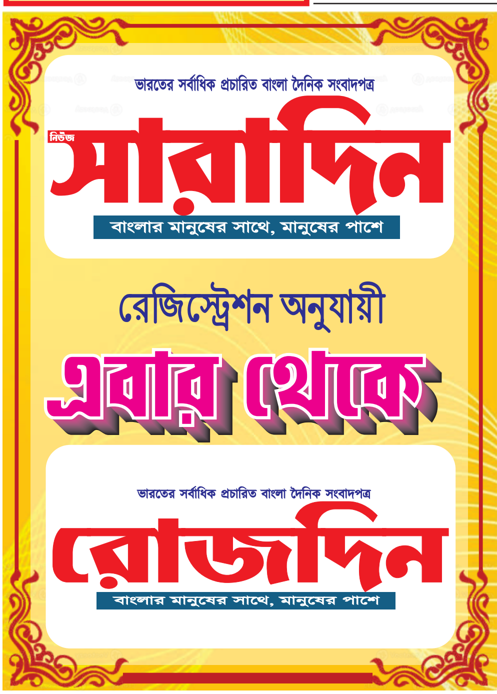

তারাপীঠে কৌশিকী অমাবস্যা: পাঁচ লক্ষ ভক্তের সমাগমে প্রস্তুত পুণ্যক্ষেত্র

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

আজ কৌশিকী অমাবস্যা , তারাপীঠের সবচেয়ে বড় উৎসব। দেবী তারার মহাদর্শনের জন্য লক্ষ লক্ষ পুণ্যার্থীর ঢল নামবে বলে দাবি মন্দির কমিটির। ইতিমধ্যেই মন্দির চত্বর থেকে ভিআইপি রাস্তার পূর্ব সাগরের মোড় পর্যন্ত সেজে উঠেছে তারাপীঠ। ফুল ও আলোকসজ্জায় ঝলমল করছে দেবীর মন্দির, গেট থেকে তোরণ সবই নতুন সাজে।কথিত আছে, দেবী তারার অপর নামই কৌশিকী। শুম্ভ-নিশুম্ভকে বধ করতে দেবী নিজ দেহকোষ থেকে কৌশিকী রূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন। আবার, এই তিথিতেই তারাপীঠ মহাশ্মশানে বামাক্ষ্যাপা সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। সেই কারণেই প্রতিবছর বিশেষ তিথিতে লাখো ভক্ত পুণ্যলাভের আশায় আসেন তারাপীঠে।অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে আজ রাত থেকেই পুরো তারাপীঠ জুড়ে নিরাপত্তার চাদর । বাঁশের ব্যারিকেডে তৈরি করা হচ্ছে দর্শনার্থীদের দীর্ঘ লাইন। সাধারণ, বিশেষ ও প্রোটোকল, তিন ধরনের লাইনে হবে দর্শন। আগামী শুক্রবার ভোর ৪টে থেকেই শুরু হবে দেবীর স্নান ও মঙ্গলারতি, এরপর খুলে দেওয়া হবে গর্ভগৃহ। সন্ধ্যায় রাজবেশে দেবীকে সাজানো হবে স্বর্ণালঙ্কারে।

মন্দির কমিটি জানিয়েছে, এবছর অন্তত পাঁচ লক্ষ ভক্তের সমাগম হবে। সেই কারণে নিরাপত্তার ব্যবস্থা নজিরবিহীন। সারাবছর যেখানে ১০০ জন নিরাপত্তাকর্মী থাকেন, সেখানে কৌশিকী অমাবস্যায় সংখ্যা বাড়িয়ে করা হয়েছে ৩০০। পাশাপাশি, ২৭০০ পুলিশ মোতায়েন থাকবেন মন্দির চত্বর ও আশপাশের এলাকায়। নজরদারিতে থাকবে ১০টি ওয়াচ টাওয়ার, ৩৭টি ড্রপগেট, ড্রোন ক্যামেরা ও জায়ান্ট স্ক্রিন।

পুণ্যার্থীদের সুবিধার্থে থাকছে মেডিক্যাল ক্যাম্প, অগ্নিনির্বাপক ব্যবস্থা এবং ২১টি পুলিশ সাহায্য বুথ। পুলিশের পক্ষ থেকে শিশুদের অভিভাবকদের নাম, ঠিকানা ও ফোন নম্বর কাগজে লিখে পকেটে রাখার আবেদনও জানানো হয়েছে। বৃহস্পতিবার রাত থেকেই ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণে বিশেষ ব্যবস্থা কার্যকর হবে।

পরিযায়ী শ্রমিকদের বাড়িতে সরকারি আধিকারিকরা

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ভিনরাজ্যে কাজ করতে গিয়ে 'হেনস্থা'। পরিযায়ী শ্রমিকদের পাশে রাজ্য সরকার। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ কার্যকর করতে এবার শ্রম দফতর। আজ, বৃহস্পতিবার থেকেই শুরু হচ্ছে 'শ্রমশ্রী' প্রকল্পের কাজ। মুখ্যমন্ত্রীর অভিযোগ, 'বিভিন্ন রাজ্যে য়েখানে ডাবল ইঞ্জিন সরকার আছে, সেখানে বাংলা ভাষা, বাঙালি পরিচয় দেখে পরিকল্পিতভাবে আক্রমণ চালানো হচ্ছে। বাংলায় কথা বললেই অপরাধী হিসেবে চিহ্নিত করা হচ্ছে। কোথাও বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে, কোথাও জেলে ঢুকিয়ে দেওয়া হচ্ছে। থানায় নিয়ে গিয়ে হেনস্থা

এরপর ৩ পাতায়

আবার ভারী বৃষ্টি আসছে কলকাতায়

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

আগামী ২ থেকে ৩ ঘণ্টা ধেয়ে আসছে প্রবল বৃষ্টি। কলকাতা, হাওড়া ও হুগলি জেলায় কিছু অংশে হালকা থেকে মাঝারি বজ্রপাতের সঙ্গে তীব্র বৃষ্টির পূর্বাভাস দিল হাওয়া অফিস। দমকা বাতাস ৩০ থেকে ৪০ কিমি বেগে বওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ৭০ থেকে ১১০ মিলিমিটার পর্যন্ত বৃষ্টির পূর্বাভাস কলকাতায়।সমুদ্র উত্তাল থাকার কারণে উত্তর বঙ্গোপসাগর ও সংলগ্ন পশ্চিমবঙ্গ উপকূলে মৎস্যজীবীদের শুক্রবার ও শনিবার মাছ ধরতে যেতে নিষেধ করেছে আবহাওয়া দফতর। ২২ ও ২৩ অগাস্ট শুক্রবার এবং শনিবারের জন্য মৎস্যজীবীদের উদ্দেশ্যে সতর্কবার্তা আলিপুর আবহাওয়া দফতরের।শুক্রবার বিকেল পর্যন্ত চলবে নাগাড়ে বৃষ্টি।

রাজ্যের আরও দুই জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সতর্কতা। হুগলী, হাওড়া জেলাতে ঝড়-বৃষ্টির পূর্বাভাস। পাশের জেলা দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা এবং পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুরেও ঝড়-বৃষ্টির পূর্বাভাস। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা। সেই সঙ্গে ৩০ থেকে ৪০ কিমি বেগে তীব্র দমকা হাওয়ার কথা জানিয়েছে আবহাওয়া দফতর।

আগামী তিন দিন কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বেশির ভাগ জেলাতেই দুর্যোগের সম্ভাবনা রয়েছে। হাওয়া অফিস জানিয়েছে, শনিবার পর্যন্ত দক্ষিণের জেলাগুলিতে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। সঙ্গে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার বেগে ঝড় বইতে পারে। বৃহস্পতিবার দক্ষিণের সব জেলাতেই হলুদ সতর্কতা জারি হয়েছে।

উপরের বায়ুমণ্ডলে (সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৫.৮ কিমি উচ্চতায়) একটি ঘূর্ণাবর্ত উত্তর ওড়িশা ও সংলগ্ন গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের উপর অবস্থান করছে। মৌসুমি অক্ষরেখাটি বর্তমানে জয়সলমেঢ়, কোটা, দাতিয়া, সিদ্ধি, রাঁচি, বাঁকুড়া, দীঘা হয়ে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে পূর্ব-মধ্য বঙ্গোপসাগরের দিকে বিস্তৃত এবং তা সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ১.৫ কিমি উচ্চতা পর্যন্ত প্রসারিত।

(২ পাতার পর)

পরিযায়ী শ্রমিকদের বাড়িতে সরকারি আধিকারিকরা

করা হচ্ছে। বাংলা ভাষায় কথা বলার জন্য এখনও পর্যন্ত হেনস্থার শিকার হয়েছে বাইশ লক্ষ পরিযায়ী শ্রমিক ও তাঁদের পরিবার'।পুরো প্রক্রিয়াটা হবে অনলাইনে। একটি পোর্টালের মাধ্যমে ভিন রাজ্য থেকে পরিযায়ী শ্রমিকদের আনা হবে 'শ্রমশ্রী' প্রকল্পের আওতায়। সেই পোর্টাল চালু হতে অবশ্য চালু হতে অবশ্য এখনও কয়েকদিন সময় লাগবে। কিন্তু চুপ করে বসে থাকতে রাজি নয় শ্রম দফতর। শ্রমমন্ত্রী মলয় ঘটক জানিয়েছেন, পোর্টাল চালু হলে পরিযায়ী শ্রমিকদের যুক্ত করার কাজ শুরু হবে। কিন্তু যাঁরা ইতিমধ্যেই ভিনরাজ্য থেকে ফিরেছেন, তাঁদের কাছ দিয়ে অনলাইনে নাম নথিভুক্ত করার কাজ শুরু হচ্ছে।

জেলায় জেলায় ক্যাম্প করছেন শ্রম দফতরের আধিকারিকরা। মালদা, মুর্শিদাবাদ ও উত্তর দিনাজপুরের বহু পরিযায়ী শ্রমিকই এখন বাড়িতে। বৃহস্পতিবার থেকেই তাঁদের বাড়ি গিয়ে নাম নথিভুক্ত করা হবে।

বাংলার পরিযায়ী শ্রমিকদের জন্য পুর্নবাসন প্রকল্প ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। নাম, 'শ্রমশ্রী'। রাজ্যে ফিরে আসার পর, এই প্রকল্পে পরিযায়ী শ্রমিকদের মাসে ৫ হাজার টাকা করে ভাতা দেব সরকার। মমতা জানিয়েছেন, 'বাংলায় ফিরে আসার পর প্রথম ১ বছর প্রতি মাসে ৫ হাজার টাকা করে পুনর্বাসন ভাতা পাবেন পরিযায়ী শ্রমিকরা। স্বাস্থ্যসাথী কার্ড পাবেন। কারও পাকা বাড়ি না থাকলে আবাস যোজনায় অনুদান পাবেন। ছেলে-মেয়েদের পড়াশোনার জন্য সরকারি সহায়তা দেওয়া হবে। তা ছাড়া অন্যান্য সামাজিক নিরাপত্তা প্রকল্পেও অন্তর্ভুক্ত করা হবে তাঁদের'।

(১ম পাতার পর)

এক চড়েই কমিশনার বদল!

কথা বলার সময়েই আচমকাই হামলা! মুখ্যমন্ত্রীকে রীতিমতো চুলের মুঠি ধরে তিনি চড় মারেন বলে অভিযোগ। সঙ্গে সঙ্গে হামলাকারীকে আটক করা হয়।

পুলিস সূত্রে খবর, হামলাকারীর নাম রাজেশ সাকরিয়া। গুজরাতে রাজকোটের বাসিন্দা তিনি। রাজেশের মা ভানু সাকরিয়া সংবাদমাধ্যমকে বলেন, 'আমার ছেলে কুকুর ভালোবাসে। সুপ্রিম কোর্টের সাম্প্রতিক আদেশে সে খুব রেগে গিয়েছিল। আদেশ অনুযায়ী, দিল্লি-এনসিআর থেকে রাস্তায় থাকা কুকুরদের ধরে শেলটারে পাঠানো হবে - এটা শুনেই সে দিল্লি চলে যায়। আমরা আর কিছু জানি না'।

সরিয়ে দেওয়া হলো ডায়মন্ড হারবারের পুলিশ সুপারকে

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ডায়মন্ড হারবারের পুলিশ সুপার রাহুল গোস্বামীকে বদলি করল রাজ্যের স্বরাষ্ট্র দফতর। তাকে দেবগ্রামের র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটেলিয়নের কমান্ডিং আফিসার পদে পাঠানো হয়েছে। ডায়মন্ড হারবারের পাশাপাশি কালিম্পং পুলিশ জেলার সুপার শ্রীহরি পাণ্ডেকেও সরানো হয়েছে। তাকে গোয়েন্দা পুলিশের স্পেশাল সুপার করা হয়েছে।বৃহস্পতিবার (২১ অগস্ট) স্বরাষ্ট্র দফতরের তরফে মোট সাত আইপিএস অফিসারের দায়িত্বে রদবদল করা হয়েছে। নবান্নের তরফে জারি করা বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, হাওড়া পুলিশ কমিশনারেটের উত্তর শাখার ডিসি বিশপ সরকারকে ডায়মন্ড হারবারের পুলিশ সুপার পদে পাঠানো হয়েছে। শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারের ডিসি (ট্রাফিক) বিশ্ব চাঁদ ঠাকুরকে হাওড়া পুলিশ কমিশনারেটের ডিসি (নর্থ) পদে পাঠানো হয়েছে। গোয়েন্দা পুলিশের উত্তরবঙ্গ শাখার স্পেশাল সুপার অপরাজিতা রাইকে কালিম্পংয়ের পুলিশ সুপার পদে পাঠানো হয়েছে। ডায়মন্ড হারবারের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর) অম্লানকুসুম ঘোষকে ব্যারাকপুর পুলিশ কমিশনারেটের ডিসি (ট্রাফিক) পদে বদলি করা হয়েছে। রাজ্য সশস্ত্র পুলিশের ১০ম ব্যাটেলিয়নের ডেপুটি কমান্ডিং অফিসার কাজী শামসুদ্দিন আহমেদকে শিলিগুড়ির ডিসি (ট্রাফিক) পদে বদলি করা হয়েছে।এছাড়াও আরও পাঁচ আইপিএস অফিসারের দায়িত্ব বদল করা হয়েছে।

২০২৩ সালের মার্চ মাসে ডায়মন্ড হারবার পুলিশ সুপার পদে দায়িত্ব নিয়েছিলেন রাহুল গোস্বামী। তার আগে ছিলেন জঙ্গিপুরের পুলিশ সুপারের দায়িত্বে। ডায়মন্ড হারবারের দায়িত্ব নেওয়ার পরেই আইনশৃঙ্খলার উন্নতি ঘটাতে একাধিক পদক্ষেপ নেন দুঁদে আইপিএস অফিসার হিসাবে পরিচিত রাহুল গোস্বামী। ডায়মন্ড হারবার মূলত তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের খাসতালুক। এখান থেকেই তিনি লোকসভার সাংসদ হিসাবে নির্বাচিত হয়েছেন। ডায়মন্ড হারবার নিয়ে তাঁর অনেক স্বপ্নের কথাও শোনা যায়। কার্যত নিজের সংসদীয় এলাকাকে 'মডেল' বা 'আদর্শ স্থান' হিসাবে গড়ে তুলতে চাইছেন তিনি। রাজ্যের মধ্যে যে কয়টি জেলার আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি বেশ ভাল তার মধ্যে ডায়মন্ড হারবার অন্যতম। পুজোর আগেই তাই জেলার পুলিশ সুপার পদে বদল আনা নিয়ে ব্যাপক চর্চা শুরু হয়েছে।

বিকশিত ভারতের অঙ্গ হিসাবে গ্লোবাল ব্র্যান্ডিং-এর জন্য পর্যটন কূটনীতি

নয়াদিল্লি, ২১ অগাস্ট, ২০২৫

পর্যটন মন্ত্রক পরিকাঠামো উন্নয়ন, বিপণন ও প্রচার এবং দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধি উদ্যোগের মাধ্যমে বিকশিত ভারত ২০৪৭-এর লক্ষ্যে অর্থনৈতিক এবং সামাজিক উন্নয়নের চালক হিসেবে ভারতের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের প্রচার করে। পরিকাঠামোর উন্নয়নের জন্য স্বদেশ দর্শন ২.০, পিলগ্রিমেজ রিজুভেনেশন অ্যান্ড স্পিরিচুয়াল, হেরিটেজ অগমেনটেশন ড্রাইভ (পিআরএএসএইচএডি), মূলধন লগ্নির জন্য রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিকে বিশেষ সহায়তা এবং কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলিকে সাহায্য দেওয়া হয়।

পরিকাঠামো উন্নয়নের পাশাপাশি বিভিন্ন পর্যটন স্থল, পণ্য এবং অভিজ্ঞতা দেশী-বিদেশী বাজারে প্রচার করা হয় নানা অনুষ্ঠান, মেলা, প্রদর্শনীর মাধ্যমে।

দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচিতে প্রশিক্ষিত পর্যটক সহায়কদের পরিষেবার মান বাড়াতে সক্ষমতা বৃদ্ধি কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। এইসঙ্গে পর্যটন স্থলের স্থানীয় মানুষকে যুক্ত করা হচ্ছে মন্ত্রকের তরফে।

বিশ্ব পর্যটন ক্ষেত্রে ভারতের উপস্থিতিকে জোরদার করতে মন্ত্রক ঢেলে সাজিয়েছে ইনক্রেডিবল ইন্ডিয়া ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মটিকে। পর্যটক এবং পর্যটনের সঙ্গে যুক্ত সব পক্ষের সুবিধা অনুযায়ী এটিকে সাজানো হয়েছে। এআই-এর সাহায্য নেওয়া হয়েছে পর্যটকদের আবহাওয়া, পর্যটনস্থলের খুঁটিনাটি এবং প্রয়োজনীয় পরিষেবা সম্পর্কে জানাতে।

আজ রাজ্যসভায় লিখিত জবাবে এই তথ্য জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় পর্যটন ও সংস্কৃতি মন্ত্রী শ্রী গজেন্দ্র সিং শেখাওয়াত।

সম্পাদকীয়

ভোটার লিস্টে কারচুপি, ৪ অফিসারকে সাসপেন্ড করল রাজ্য!

কোথাও ভুরি ভুরি মৃত ভোটার, কোথাও আবার তালিকায় নাম থাকা ভোটারের অস্তিত্বই নেই- ভোটার লিস্টে কারচুপি নিয়ে শোরগোল পড়েছে রাজ্যে। টানাপোড়েনের সূত্রপাত ৫ অগাস্ট। মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের রিপোর্টের ভিত্তিতে, ভোটার তালিকায় গরমিলের অভিযোগে, ২ জন ইলেক্টোরাল রেজিস্ট্রেশন অফিসার বা ERO, ২জন অ্যাসিস্ট্যান্ট ইলেক্টোরাল রেজিস্ট্রেশন অফিসার বা AERO-কে সাসপেন্ড করতে মুখ্যসচিবকে চিঠি দেয় নির্বাচন কমিশন.তবে এরপর কড়া চিঠি দিয়ে নবান্নর ওপর পাল্টা চাপ তৈরি করে নির্বাচন কমিশন। অবশেষে বৃহস্পতিবার ৪ অফিসারকে সাসপেন্ড করে ব্যবস্থা নিল রাজ্য সরকার।

বছর ঘুরলে বিধানসভা ভোট। তার আগে ভোটার তালিকার বিশেষ সংশোধন নিয়ে রাজনীতির পারদ চড়তে শুরু করেছে। ওয়াকিবহাল মহলের প্রশ্ন এই আবহে নবান্ন এবং নির্বাচন কমিশনের এই বেনজির সংঘাতের জল এবার কোনদিকে গড়াবে?এবার সেই ৪ অফিসারকে সাসপেন্ড করল রাজ্য। ২ WBCS অফিসার-সহ ৪ জনকে সাসপেন্ড করল রাজ্য। জাতীয় নির্বাচন কমিশনকে পদক্ষেপের কথা জানাল রাজ্য, সূত্রের খবর। যদিও এই ৪ জনকে সাসপেন্ড করতে এবং তাঁদের বিরুদ্ধে FIR দায়ের করতে নির্দেশ দেয় কমিশন। তবে, সাসপেন্ড হলেও ৪ অফিসারের বিরুদ্ধে FIR হল না। সাসপেন্ড বারুইপুর পূর্বের ERO দেবোত্তম দত্ত চৌধুরী। সাসপেন্ড বারুইপুর পূর্বের AERO তথাগত মণ্ডল। সাসপেন্ড ময়নার ERO বিপ্লব সরকার ও AERO সুদীপ্ত দাস। সূত্রের খবর, শুধুমাত্র ময়নার ক্যাজুয়াল ডেটা এন্ট্রি অপারেটরকে সাসপেনশনের পাশাপাশি তাঁর বিরুদ্ধে FIR-ও করা হয়েছে। সূত্রের দাবি, রাজ্য সরকারের তরফে নির্বাচন কমিশনকে চিঠিতে এমনটাই জানানো হয়েছে।

মুখ্যসচিবকে পাঠানো নির্বাচন কমিশনের পাঠানো চিঠিতে বলা বলা হয়, এই ৪ জন সরকারি অফিসার ভোটার তালিকায় ভুলভাবে নাম তুলেছেন। তাঁরা শুধুমাত্র ERO কিংবা AERO হিসেবে দায়িত্ব পালনেই ব্যর্থ হননি, অন্যের হাতে 'লগ ইন' সংক্রান্ত তথ্য তুলে দিয়ে ডেটা সুরক্ষা নীতিও লঙ্ঘন করেছেন।

যদিও এই ইস্যুতে সুর চড়িয়েছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি এর আগে বলেছিলেন, '২ জন WBCS অফিসার, ওঁরা সাসপেন্ড করে দিল, নির্বাচন ঘোষণাই হয়নি। কী সাহস!+এখন থেকে কী ভেবেছেন? এই NRC-র নাম করে, ব্যাকডোরে যাকে ইচ্ছা অফিসারদের ভয় দেখাবেন? অফিসারদের পাশে সরকার ছিল, আছে এবং থাকবে।'

জঙ্গলের দেবী মা মনসা

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(ছাব্বিশতম পর্ব)

বললো, "একে আমি বাঁচাতে পারবো না, একে মেরেছে মনসা। তুমি স্বর্গে যাও, দেবতাদের সামনে উপস্থিত হও। দেবতারা ভালোবাসে নাচ দেখতে। তুমি যদি তোমার নাচ দেখিয়ে তাদের মুগ্ধ করতে পারো, তাহলে তারা তোমার স্বামীকে বাঁচিয়ে দেবে।" আশার মোম জ্বলে উঠলো বেহুলার চোখে, মনে, সারা চেতনায়। সে স্বর্গে গেলো। দেবতারা ব'সে আছে তাদের সামনে বেজে উঠলো বেহুলা, বেজে উঠলো তার পায়ের নূপুর। বেহুলার নাচে চঞ্চল হয়ে উঠলো চারদিক, তার

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

শ্রুতি ও স্মৃতিশাস্ত্র কী?

সুদীপ চন্দ্র হালদার
কবি ও গবেষক
দ্বিতীয় পর্ব

তবে, স্মৃতিশাস্ত্র স্থান-কাল-পাত্রের সাথে সাথে পরিবর্তনশীল তথা আপেক্ষিক। এটি ব্যক্তিবিশেষের ধারণ ক্ষমতা কিংবা গ্রহণ করার সক্ষমতার ওপর নির্ভর পরিবর্তনশীল। উদাহরণস্বরূপ, একজন অবতার/মহাপুরুষ/সিদ্ধপুরুষ /আধ্যাত্মিক ব্যক্তি একজন নিরক্ষর মানুষকে যে প্রক্রিয়ায় জাগতিক কিংবা আধ্যাত্মিক শিক্ষা দেবেন, ঠিক একই প্রক্রিয়ায় একজন পিএইচডি ডিগ্রিধারীকে দেবেন না। শিক্ষার উদ্দেশ্য অভিন্ন হলেও শেখানোর প্রক্রিয়া ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে, পাত্রের তফাতে। ঠিক তেমনই, ইউরোপীয় একজন ব্যক্তিকে দেয়া শিক্ষার প্রক্রিয়া আর ভারতীয় একজন ব্যক্তিকে দেয়া শিক্ষার ধরন ভৌগলিক স্থানভেদে ভিন্ন হতে পারে, উদ্দেশ্য অভিন্ন হলেও। তদ্রূপ, সত্যযুগের একজন মানুষকে নৈতিক গল্প বা অন্য কোন মাধ্যমে দেয়া শিক্ষা

ক্রমশঃ

বাংলা হচ্ছে মাতৃ শক্তি উপাসনার সেরা ভূমি

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

"সাধারণতঃ অক্ষোভ্য কুলের সকল দেবদেবীরই বর্ণ নীল এবং তাঁহারা সকলেই ভীষণাকৃতি ও ভীতিপ্রদ, যদিও কখনও কখনও এ নিয়মের ব্যতিক্রম দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। ... অক্ষোভ্য পঞ্চস্কন্ধের ভিতর বিজ্ঞানস্কন্ধের অধিপতি।

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

নির্বাচন কমিশনের কথা শুনেও শুনল না রাজ্য

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

সময় বেঁধে দিয়েছিল কমিশন, ভোটার তালিকা সংশোধনের কাজে রাজ্য সরকারি কর্মচারিদের বিরুদ্ধে বেনিয়মের অভিযোগ ওঠায় তাঁদের চাকরি থেকে সাসপেন্ড করে এফআইআর দায়ের করার সুপারিশ করেছিল জাতীয় নির্বাচন কমিশন। পাল্টা চিঠি লিখে রাজ্য কমিশনকে জানিয়েছিল নির্বাচনি কাজ থেকে সংশ্লিষ্ট কর্মচারীদের সরিয়ে নেওয়া হচ্ছে।গুরুতর অভিযোগ উঠেছিল বারুইপুর পূর্বের ইলেক্টোরাল রেজিস্ট্রেশন অফিসার (ERO) দেবোত্তম দত্ত চৌধুরী, ওই কেন্দ্রের AERO তথাগত মণ্ডল, আর ময়নার ইআরও বিপ্লব সরকার এবং ওই কেন্দ্রের AERO সুদীপ্ত দাসের বিরুদ্ধে। তালিকায় নাম ছিল সুরজিৎ হালদার নামে এক ডেটা এন্ট্রি অপারেটরের। বাস্তবে কোনও অস্তিত্বই নেই, এমন অফিসারের নাম তুলে দেওয়া হয়েছে ভোটার লিস্টে। এই অভিযোগেই ৫ জনের বিরুদ্ধে সাসপেন্ডের পাশাপাশি

এফআইআর দায়েরের কথা বলেছিল নির্বাচন কমিশন। তীব্র বিতর্কের মধ্যেই পরবর্তীতে রাজ্য শুধু AERO সুদীপ্ত দাস ও ডেটা এন্ট্রি অপারেটর সুরজিৎ হালদারকে কমিশনের কাজ থেকে অব্যাহতি দিয়ে দেয়।কিন্তু এতে মন ভরেনি কমিশনের। দিল্লিতে ডাক পড়ে মুখ্যসচিব মনোজ পন্থের। বেঁধে দেওয়া সময় বৃহস্পতিবার শেষ হতে না হতেই জানা গেল রাজ্য সরকার অভিযুক্ত কর্মচারিদের সাসপেন্ড করেছে। কিন্তু, কারও বিরুদ্ধে কোনও এফআইআর দায়ের করেনি। তবে বলা হয়েছে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় তদন্ত করে বিষয়টি খতিয়ে দেখা হবে। এমতাবস্থায় ওয়াকিবহাল মহল বলছে নবান্ন নির্বাচন কমিশনের চাপের মুখে ভাঙল তবু মচকাল না।

সম্প্রতি এই ইস্যুতে সুর চড়াতে দেখা গিয়েছিল রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধানকে। কমিশনের বিরুদ্ধে তোপ দেগে মমতা বলেছিলেন, "কোনও অফিসারের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে না। আমি প্রাণ দিয়ে রক্ষা করব।" তা নিয়ে রাজনৈতিক মহলে বিস্তর চাপানউতোর হয়। এরইমধ্যে দিল্লিতে ডাক পড়ে মুখ্যসচিবের।

আপাতকালীন পরিষেবা তালিকাসূচী

Emergency Contacts
Ambulance - 102
Ambulance (Bandhumahal Club) - 9735697689
Child Line - 112
Canning PS - 03218-255221
FIRE - 9064495235

Contacts of Hospital, Nursing Home & Doctors
Canning S.D Hospital - 03218-255352
Dipanjan Nursing Home - 03218-255691
Green View Nursing Home - 03218-255550
A.K.Moolal Nursing Home - 03218-315247
Binapani Nursing Home - 9732545652
Nazat Nursing Home, Taldi - 9143032199
Welcome Nursing Home - 9733593488
Dr. Bikash Sapui - 03218-255269
Dr. Biren Mondal - 03218-255247
Dr Arun Dulal Paul - 03218 - (Cham) 253219
(Re) 255548
Dr. Phani Bhusan Das - 03218 - 255364,
(Cham) 255264
Dr. A.K. Bhartacherjee - 03218-255518
Dr. Lokenath Sa - 03218-255660

Administrative Contacts
SP Office - 033-24330010
SDO Office - 03218-255340
SDPO Office - 03218-285398
BDO Office - 03218-255205

Contacts of Railway Stations & Banks
Canning Railway Station - 03218-255275
SBI (Canning Town) - 03218-255216,255218
PNB (Canning Town) - 03218-255231
Mahila Co-operative Bank - 03218-255134
WB State Co-operative - 03218-255239
Bandhan Bank - Mob. No. 7596012991
Axix Bank - 03218-255352
Bank of Boroda, Canning - 03218-257888
ICICI Bank, Canning - 03218-255206
HDFC Bank, Canning Hos. More - 9088107808
Bank of India, Canning - 03218 - 245091

রাত্রিকালীন ঔষধ পরিষেবার তালিকাসূচী (ক্যানিং)

প্রতি মাসের এই তারিখে এই সমস্ত দোকান খোলা থাকবে

01 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি	02 ভারত মেডিকেল হল	03 সপ্তা মেডিকেল হল	04 ভারত মেডিক্যাল হল	05 ঘোষ মেডিকেল	06 ঔষধ ঘর
07 আরোগ্য মেডিক্যাল	08 মেডিকেয়ার ফার্মেসী	09 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি	10 জীবন জ্যোতি ফার্মেসী	11 সিনহা মেডিকেল হল	12 গোকুল ফার্মেসী
13 ঔষধ ঘর	14 সৌভিক ফার্মেসি	15 নির্মলা মেডিকেল হল	16 মাতৃ ফার্মেসী	17 ইউনিক ফার্মেসী	18 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি
19 ঘোষ মেডিকেল	20 সৌভিক ফার্মেসি	21 আরোগ্য মেডিকেল	22 মেডিকেয়ার ফার্মেসী	23 শোভা মেডিকেল হল	24 প্রমিলা মেডিকেল কর্নার
25 সিনহা মেডিকেল হল	26 ঘোষ মেডিকেল	27 মাতৃ ফার্মেসী	28 সৌভিক ফার্মেসি	29 নির্মলা মেডিকেল হল	30 মাতৃ ফার্মেসী

জল নিরাপত্তা

নয়াদিল্লি, ২১ অগাস্ট, ২০২৫

জল রাজ্যের বিষয় হওয়ায় জলসম্পদের বৃদ্ধি, সংরক্ষণ এবং দক্ষতার সঙ্গে ব্যবস্থাপনার কাজ প্রাথমিকভাবে করে থাকে সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকারগুলি। রাজ্য সরকারকে সাহায্য করতে কেন্দ্রীয় সরকার বিভিন্ন কর্মসূচি এবং প্রকল্পের মাধ্যমে প্রযুক্তিগত ও আর্থিক সহায়তা দিয়ে থাকে। ভারত সরকার সারাদেশে জলসংরক্ষণ, সুস্থায়ী জল ব্যবস্থাপনা এবং ভূজলের মাত্রা বৃদ্ধি করতে অটল ভূজল যোজনা, জলশক্তি অভিযান: ক্যাচ দ্য রেন (জেএসএ:সিটিআর), প্রধানমন্ত্রী কৃষি সিঁচাই যোজনা (পিএমকেএসওয়াই)-অ্যাক্সিলারেটেড ইরিগেশন বেনিফিট প্রোগ্রাম (এআইবিপি), জলাশয়ের সারাই, সংস্কার এবং পুনরুদ্ধার, নদী সংযুক্তিকরণ, ন্যাশনাল অ্যাকুইফার ম্যাপিং (এনএকিউইউআইএম) কর্মসূচি, অটল মিশন ফর রিজুভেনেশন অ্যান্ড আরবান ট্রান্সফরমেশন (অমরুত ২.০) ইত্যাদি কর্মসূচি ও প্রকল্পের সূচনা করেছে। ২০২৪-এর ৬ সেপ্টেম্বর শুরু হয় জলশক্তি জনভাগীদারি উদ্যোগ। জল ব্যবস্থাপনার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকারের সঙ্গে সমন্বয় জোরদার করতে একাধিক পদক্ষেপ নিয়েছে।

৯/৩/২০২৪ থেকে ২১/০৩/২০২৫ পর্যন্ত জলশক্তি অভিযান : ক্যাচ দ্য রেন কর্মসূচিতে পশ্চিমবঙ্গে জলসংরক্ষণ এবং রেন ওয়াটার হারভেস্টিং-এ ২৩০টি প্রকল্পের কাজ সমাপ্ত হয়েছে। পুরোনো জলাশয় সংস্কারের কাজে ৬১টি কর্মসূচি সমাপ্ত হয়েছে এবং রিইউজ এবং রিচার্জ স্ট্রাকচার ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গে একটি প্রকল্পের কাজ সমাপ্ত হয়েছে। ওয়াটার শেড ডেভেলপমেন্টে ৩৬টি প্রকল্পের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। মোট জলসংক্রান্ত কাজে ৩২৮টি প্রকল্পের কাজই সম্পন্ন হয়েছে। নিবিড় বনসৃজন প্রকল্পে ৮৭২টির কাজ শেষ হয়েছে। প্রশিক্ষণশিবির এবং কিষাণ মেলা বসেছে ৬টি।

৩১/৫/২০২৫ পর্যন্ত জলসঞ্চয়, জনভাগীদারী ১.০-এ পশ্চিমবঙ্গে ৩৩টির মধ্যে ২৭টির কাজ সম্পন্ন হয়েছে, ৫টির কাজ চলছে।

আজ লোকসভায় এক প্রশ্নের লিখিত জবাবে এই তথ্য দিয়েছেন জলশক্তি প্রতিমন্ত্রী শ্রী রাজভূষণ চৌধুরি।

বাংলাদেশের স্কুলে পাঠ্যবইয়ে যুক্ত হচ্ছে 'গণহত্যাকারী' হাসিনার নাম

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ইতিহাস নিয়ে চূড়ান্ত প্রহসন বাংলাদেশে! চব্বিশে ক্ষমতা বদলের পর থেকেই সে দেশে ইতিহাস পরিবর্তনের হিড়িক চলছিল। এবার তাতেই নয়া সংযোজন। যে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে মুক্তিযুদ্ধে স্বাধীনতার স্বাদ পেয়েছিল বাংলাদেশ, সেই মুজিবের কন্যাকেই 'গণহত্যাকারী' হিসেবে চিহ্নিত করে এবার পাঠ্যবইয়ে সংযোজন করতে চলেছে ইউনুস সরকার।

এ ব্যাপারে এনসিটিবির চেয়ারম্যান (অতিরিক্ত দায়িত্ব) অধ্যাপক রবিউল কবীর চৌধুরী জানান, অষ্টম শ্রেণির বইয়ে আগেও 'বঙ্গবন্ধু'র ভাষণ ছিল। এবারও তা থাকবে, তবে সংক্ষিপ্ত আকারে। একাদশ শ্রেণির ক্ষেত্রেও একই নীতি প্রযোজ্য হবে। একই বৈঠকে নবম-দশম শ্রেণির বাংলা বইয়ে 'রহমানের মা' গল্প ও 'স্বাধীনতা আমার স্বাধীনতা' নাটক বাদ দেওয়ার প্রস্তাব করা হয় ধর্মীয় অনুভূতি ও অশ্রাব্য ভাষার কারণে। এছাড়া জুলাই আন্দোলন নিয়ে লেখা 'আমাদের নতুন গৌরব গাথা' প্রবন্ধে বিকৃতি ও শেখ হাসিনার নাম গোপন করার অভিযোগ ওঠায় প্রবন্ধটি সংশোধনের সিদ্ধান্ত হয়েছে। উচ্চমাধ্যমিকের ইতিহাস, বাংলা দ্বিতীয় পত্র ও পৌরনীতি বইয়ে সাবেক রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের স্বাধীনতার ঘোষণার প্রসঙ্গ-সহ বিতর্কিত নির্বাচনগুলোর প্রকৃত চিত্র সংযোজনের প্রস্তাব অনুমোদন করা হয়েছে।

জানা গিয়েছে, আগামী ২০২৬ শিক্ষাবর্ষে বাংলাদেশের মাধ্যমিকের বিভিন্ন শ্রেণির পাঠ্যবইয়ে গুরুত্ব দিয়ে স্থান পাচ্ছে ২০২৪ সালের জুলাই-আগস্ট গণঅভ্যুত্থানের ইতিহাস। এতে 'গণহত্যাকারী' হিসেবে ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নাম অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে।

জানা গিয়েছে, একইসঙ্গে পাঠ্যবইয়ে যুক্ত হচ্ছে গত চারটি বিতর্কিত সংসদ নির্বাচনের ইতিবৃত্ত। উচ্চমাধ্যমিক স্তরের পৌরনীতি ও সুশাসন বইয়ের দ্বিতীয় পত্রে ২০০৮ সালের সেনাসমর্থিত নির্বাচন, ২০১৪ সালের ভোটের আগেই ১৫৪ আসনে বিজয়ী প্রার্থীদের বিনা ভোটের নির্বাচন, ২০১৮ সালের দিনের ভোট রাতেই বাক্সভর্তি করা এবং ২০২৪ সালের সারাদেশে ডামি নির্বাচনের ইতিবৃত্ত পাণ্ডুলিপিতে যুক্ত করার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।

এছাড়া শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণও সংক্ষিপ্ত আকারে পাঠ্যবইয়ে থাকছে। এই ভাষণ বাদ দেওয়ার প্রস্তাব থাকলেও তা নাকচ করেছে জাতীয় শিক্ষাক্রম সমন্বয় কমিটি (এনসিসি)। পূর্ণাঙ্গ নয়, সংক্ষেপে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিকের বইয়ে অন্তর্ভুক্ত হবে ভাষণটি। গত সোমবার রাজধানীর মতিঝিলে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের (এনসিটিবি) দপ্তরে ২০২৬ শিক্ষাবর্ষে ষষ্ঠ থেকে দ্বাদশ শ্রেণির পাঠ্যবই অনুমোদন সংক্রান্ত এক সভায় এসব সিদ্ধান্ত হয়। বৈঠকে প্রথমে অষ্টম ও দ্বাদশ শ্রেণির বই থেকে শেখ মুজিবুর রহমানের ভাষণ সরানোর প্রস্তাব করা হয়েছিল। কিন্তু শেষপর্যন্ত আলোচনার মাধ্যমে সংক্ষেপে ভাষণটি রাখার সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হয়েছে।

সভায় পরিকল্পিতভাবে ব্যাঘাত ঘটানোয় বেদনা প্রকাশ করেছেন লোকসভার অধ্যক্ষ

নয়াদিল্লি, ২১ অগাস্ট, ২০২৫

অষ্টাদশ লোকসভার পঞ্চম অধিবেশন যা শুরু হয়েছিল ২১ জুলাই ২০২৫, আজ তার সমাপ্তি হল।

অধিবেশনের শেষদিনে সমাপ্তি ভাষণে শ্রী ওম বিড়লা সভায় লাগাতার এবং পরিকল্পিত ব্যাঘাত ঘটানোয় বেদনা প্রকাশ করেছেন। লোকসভা বা সংসদ চত্বরে স্লোগান, প্ল্যাকার্ড প্রদর্শন এবং পরিকল্পিতভাবে ব্যাঘাত ঘটানোয় সংসদীয় কাজকর্মের মর্যাদার হানি হয় জানিয়ে শ্রী বিড়লা বলেছেন যে, সাধারণ মানুষের তাদের প্রতিনিধিদের কাছ থেকে বিরাট প্রত্যাশা রয়েছে এবং সেইজন্য তাদের উচিত তাদের সময়টুকু জনস্বার্থ সম্পর্কিত বিষয় ও সমস্যা এবং গুরুত্বপূর্ণ বিল নিয়ে গুরুত্ব সহকারে সদর্থক আলোচনায় ব্যয় করা।

অধ্যক্ষ বলেছেন যে, অধিবেশন চলাকালীন বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সদস্যদের যথেষ্ট সুযোগ দিয়েছেন সবাইকে বলবার এবং গুরুত্বপূর্ণ আইন ও জনস্বার্থ বিষয়ে আলোচনা করার জন্য। তবে, সভায় যে লাগাতার অচলাবস্থা সৃষ্টি হয়েছে তা দুর্ভাগ্যজনক বলে তিনি দুঃখপ্রকাশ করেছেন। তিনি সভায় স্লোগান দেওয়া এবং ব্যাঘাত ঘটানো এড়িয়ে গুরুত্ব সহকারে এবং অর্থপূর্ণ আলোচনা এগিয়ে নিয়ে যাওয়া উচিত বলে মত প্রকাশ করেছেন।

তিনি বলেছেন, বর্ষাকালীন অধিবেশনে যে ধরনের ভাষা এবং আচরণ প্রকাশ পেয়েছে তা সংসদীয় রীতিনীতির সঙ্গে মানানসই নয়। তিনি সভাকে মনে করিয়ে দিয়েছেন যে, সভার ভিতরে-বাইরে সদস্যদের ভাষা সবসময় হওয়া উচিত সংযমী এবং মর্যাদাপূর্ণ। সদস্যদের কাজ এবং ব্যবহার দেশ এবং বিশ্বের কাছে যাতে উদাহরণ হয়ে ওঠে তা নিশ্চিত করার আবেদন জানিয়েছেন তিনি।

শ্রী বিড়লা জানিয়েছেন যে, ৪১৯টি তারকা চিহ্নিত প্রশ্ন অধিবেশনের কর্মসূচিতে তালিকাভুক্ত ছিল কিন্তু পরিকল্পিত ব্যাঘাত ঘটানোর কারণে মাত্র ৫৫টি প্রশ্ন মৌখিক জবাবের জন্য নেওয়া গেছে। যদিও সভার শুরুতে সব দল সিদ্ধান্ত নিয়েছিল যে, অধিবেশনে ১২০ ঘণ্টা আলোচনা এবং বিতর্ক হবে এবং কার্য উপদেষ্টা কমিটিও তাতে সম্মত ছিল কিন্তু লাগাতার অচলাবস্থা এবং পরিকল্পিত ব্যাঘাত ঘটানোর কারণে সভা এই অধিবেশনে মাত্র ৩৭ ঘণ্টা কাজ করতে পেরেছে। শ্রী বিড়লা আরও জানান যে, অধিবেশনে ১৪টি সরকারী বিল পেশ হয়েছে এবং ১২টি বিল পাশ হয়েছে।

শ্রী বিড়লা জানিয়েছেন, 'অপারেশন সিন্দুর' নিয়ে আলোচনা শুরু হয় ২৮ জুলাই ২০২৫, এবং সমাপ্ত হয় ২৯ জুলাই ২০২৫ প্রধানমন্ত্রীর জবাবি ভাষণের সঙ্গে। ১৮ অগাস্ট ২০২৫-এ ভারতের মহাকাশ কর্মসূচির সাফল্য নিয়ে বিশেষ আলোচনার সূচনা হয় বলে জানিয়েছেন শ্রী বিড়লা।

সিনেমার খবর

আর অভিনয় করতে চাইছেন না দীপিকা!

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

সন্তান জন্মের পর থেকে আর রূপালি পর্দায় সে ভাবে দেখা যায়নি দীপিকা পাড়ুকোনকে। তার যাবতীয় ছবি মুক্তি পেয়েছে ২০২৪ সালে। গত সেপ্টেম্বরে কন্যা দুয়ার জন্মের পর দীর্ঘ দিন অন্তরালেই ছিলেন তিনি।

তবে ধীরে ধীরে ফিরছেন কাজের দুনিয়ায়, মার্জার সরণীতে দেখা গিয়েছে তাকে। এরই মধ্যে 'কল্কি ২৮৯৮ এডি' ছবির দ্বিতীয় পর্বের শুটিং নিয়েও বিস্তর জলঘোলা চলছে। আবার দিনে ৮ ঘণ্টা কাজ করার শর্ত রেখেছেন অভিনেত্রী। তা নিয়েও উত্তাল বলিউড। এ বার শোনা যাচ্ছে আরও একটি ছবি থেকে নিজেকে সরিয়ে নিচ্ছেন দীপিকা।

গত বেশ কয়েক বছর ধরেই অপেক্ষায় ছিল বলিউড, ২০১৫-র হলিউড ছবি 'দ্য ইন্টার্ন'-এর রিমেক হবে। সেখানে মুখ্য চরিত্রাভিনেত্রী অ্যানি হাথওয়ের জায়গায় অভিনয় করার কথা ছিল দীপিকার। মূল ছবির কাহিনি অনুযায়ী চরিত্রটি এক উদ্যোক্তার। যে এক বর্ষীয়ান মানুষকে 'ইন্টার্ন' বা শিক্ষানবিশ হিসাবে নিয়োগ করে। এই শিক্ষানবিশের চরিত্রে প্রাথমিক ভাবে অভিনয় করার কথা ছিল ঋষি কপূরের। ২০২০ সালে তাঁর মৃত্যুর পর সেই জায়গায় মনোনীত হন অমিতাভ বচ্চন। নানা কারণে এ ছবির কাজ পিছোচ্ছে ক্রমশ।

কিন্তু এ বার নায়িকার চরিত্র থেকেই সরে দাঁড়ালেন দীপিকা। সূত্রের খবর, তিনি শুধুমাত্র প্রযোজক হিসাবেই কাজ করতে চাইছেন এ ছবিতে। অভিনেত্রীর ঘনিষ্ঠ এক সূত্র দাবি করেছে, "এ বার দীপিকা অভিনয় থেকে দূরে থাকতে চাইছেন, যাতে তিনি প্রযোজক হিসাবে আরও সময় দিতে পারেন, সৃজন-পরিকল্পনা করতে পারেন নতুন করে। মুখ্য চরিত্রাভিনেত্রীর খোঁজ চলছে।"

মনে করা হচ্ছে, বলিউডে নিজেকে অন্য ভূমিকায় দেখতে চাইছেন দীপিকা। তার পরিকল্পিত পাঁচটি কাজের প্রথমটিই 'দ্য ইন্টার্ন'।

সূত্রটি বলেছে, "আগামী বছরে দীপিকা এমন গল্প শোনাতে চাইছেন যা সারা বিশ্বের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে।"

দীপিকাকে অবশ্য শিগগিরই 'কিং' ছবিতে দেখা যাবে শাহরুখ খানের সঙ্গে। 'কল্কি ২৮৯৮ এডি' ছবির দ্বিতীয় পর্বের কাজও শুরু হবে।

স্বামী ফাহাদ নিয়ে কটাক্ষ, স্বরা ভাস্করের কড়া জবাব

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

যে কোনো বিষয়ে সোজাসাপ্টা মত প্রকাশ করা বলিউড অভিনেত্রী স্বরা ভাস্করের স্বভাব। যে কারণে সিনে দুনিয়ায় অনেকে তাঁকে ঠোঁটকাটা তারকা বলে থাকেন। বেশ কিছু বিষয়ে চাঁচাছোলা মন্তব্য বিতর্কের জন্ম দিয়েছে। এবার যে বিষয়টি নিয়ে স্বরা ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন সেটি গ্রহণযোগ্য নয় বলে অনেকের মত।

অভিনেত্রীর স্বামী ফাহাদ আহমেদকে যারা 'ফুটপাতের ছাপরি দোকানি' বলছেন, তারা তাদের নিচু মানসিকতার পরিচয়ই তুলে ধরছেন।

সংবাদ প্রতিদিনসহ ভারতের বিভিন্ন গণমাধ্যম থেকে জানা গেছে, সম্প্রতি টেলিপর্দার রিয়ালিটি শো 'পতি পত্নী অউর পঙ্গা'তে স্বামী ফাহাদকে নিয়ে যোগ দিয়েছিলেন স্বরা। সেই শোতে বলিউড অভিনেত্রী পরিণীতি চোপড়া তাঁর স্বামী রাঘব চাড্ডাকে নিয়ে হাজির হয়েছিলেন। এই দুই অভিনেত্রীর

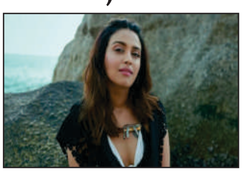

স্বামীরই রাজনৈতিক পরিচয় রয়েছে। সেই অনুষ্ঠানের কিছু মুহূর্ত স্বরা সমাজ মাধ্যমে ভাগ করে নিতেই ধেয়ে আসে আক্রমণ।

সাংসদ রাঘবের সঙ্গে এনসিপি (শরদ পাওয়ার) নেতা ফাহাদের চেহারার তুলনা টেনে নিন্দুকরা কটাক্ষ করেন। জনৈক নেটিজেন তো আরও একধাপ এগিয়ে স্বরার স্বামীকে 'ফুটপাতের ছাপরি দোকানি' বলেও আক্রমণ করেন।

বিস্ফোরক সেই টুইটে উল্লেখ করা হয়েছে, 'পরিণীতির স্বামী রাঘব তো তাও ঠিক আছে, কিন্তু ডোংরি থেকে ফুটপাতের ছাপরি দোকানি স্বামীকে নিয়ে রিয়েলিটি শোয়ে যোগ দিয়েছেন স্বরা ভাস্কর। পুরো রাস্তার ছেলের মতো দেখতে ফাহাদকে।'

স্বামীর উদ্দেশে এমন নিন্দা ছুড়ে দেওয়ায় কোনোভাবেই চুপ থাকতে পারেননি স্বরা। রীতিমতো সমাজ মাধ্যমে গর্জে উঠেছেন। পাল্টা টুইটে ক্ষোভ প্রকাশ করে ওই নেটিজেনকে শ্রেণিবৈষম্যমূলক মন্তব্যের জন্য পাঠ দিয়েছেন।

স্বরা লিখেছেন, 'এই লোকটি নিজেকে গর্বিত হিন্দু ও আম্বেদকরের অনুগামী বলে দাবি করেন। এটিও জানেন না যে, 'ছাপরি' শব্দটা শ্রেণি তুলে কটাক্ষ করার মতো। খুবই নিম্নমানের শব্দ, যা একটি বিশেষ সম্প্রদায়কে ছোট করার জন্য ব্যবহার করা হয়।'

এখানেই অবশ্য থামেননি অভিনেত্রী। ওই টুইটেই অভিনেত্রীর সংযোজন, 'অবশ্য, ডোংরির ফুটপাতের দোকানি হওয়ার মধ্যেও খারাপ কিছু নেই। জাত্যাভিমানে ভরা মূর্খের দল কোথাকার!'

সবসময় ভেবেছি শিল্পীসত্তা যেন বিক্রি না হয়ে যায়: ঋতাভরী

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

লাইট - ক্যামেরা - অ্যাকশনের দুনিয়ায় অনেক ভাঙাগড়ার মধ্যদিয়ে এগিয়ে হয়েছে টালিউড অভিনেত্রী ঋতাভরী চক্রবর্তীকে। ভেতরে ভেতরে ভেঙে পড়লেও তা কখনো প্রকাশ করেননি। শক্তি জড়ো করে হাসিমুখে উঠে দাঁড়িয়েছেন।

তবে পেশাগত জীবনের চেয়ে ব্যক্তিগত জীবনে নাকি সবচেয়ে হোঁচট খেয়েছেন তিনি। ঋতাভরী বলেন, 'পেশাগত জীবনে যতটা না হোঁচট খেয়েছি তার চেয়েও বেশি কেঁদেছি ব্যক্তিগত জীবনে।'

ভারতীয় গণমাধ্যমকে তিনি বলেন, 'কিশোরী বয়সে আমি অভিনয় শুরু করি। তখন আমি মধ্যবিত্ত সংসারের মেয়ে। মানসিকতা বা ধ্যানধারণাও সে রকমই ছিল। পৃথিবী কেমন, কীভাবে সেখান থেকে নিজেদের প্রয়োজন মেটাব— সে সম্পর্কে অন্য রকম ধারণা ছিল। অনেককে দেখেছি, অনায়াসে অনেক কিছু করতে পেরেছে। আমি সেটা পারিনি। কারণ, আমি সবসময় চিন্তা করেছি শিল্পীসত্তা ও মূল্যবোধ যেন বিক্রি না হয়ে যায়। এটার মধ্যে থেকেই তিনি নিজেকে প্রমাণ করেতে হয়েছে।'

একজন মেয়ের যা যা স্বপ্ন থাকে এই ঋতাভরী সেই সব পূরণ করতে পেরেছেন। বাড়ি, গাড়ি, অর্থ, যশ, নামী পরিচালকদের ছবিতে কাজ, সম্মান— সব পেয়েছেন। পরিণত ঋতাভরী কী চান?

এমন প্রশ্নে ঋতাভরীর সোজা উত্তর, '৩০ বছর পার হলেই যে কোনও মেয়ে নিজেকে একটা প্রশ্নটাই করে। সেটা হল- তিনি কী চান? নিজের চাওয়া অনুযায়ী জীবন বেছে নিতে হয়। আমার ক্ষেত্রেও তেমটাই ঘটেছে। এখন পরিবারকে ভালবাসার পাশাপাশি নিজেকে ভালবেসে বাঁচি।'

বর্তমানে পরিচালক প্রতিম ডি গুপ্তের একটি সিরিজে অভিনয় করছেন ঋতাভরী। সেখানে তার সহ-অভিনেত্রী সোহিনী সরকার। যার সঙ্গে তার প্রথম কাজ ধারাবাহিক 'ওগো বধূ সুন্দরী'।

'সিরাজের খাদ্যাভ্যাস স্টোকস-ওকসদের অনুসরণ করা উচিত'

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ইংল্যান্ডের বিপক্ষে দাপটের সঙ্গে টানা পাঁচ টেস্টেই খেলেছেন মোহাম্মদ সিরাজ। সিরিজ জুড়ে ১৮৫.৩ ওভার বোলিং করেছেন তিনি। বল হাতে নিয়েছেন ২৩ উইকেট। সিরিজে যে কোনো বোলারের মধ্যে যা সর্বোচ্চ। এমন পারফরম্যান্সে সিরাজের প্রশংসা করেছেন সাবেক ইংলিশ ক্রিকেটার ডেভিড গাওয়ার।

সিরাজের ফিটনেসের রহস্য কী তা নিয়ে কৌতুহল গাওয়ারের। ইংল্যান্ডের বিপক্ষে প্রতিটি টেস্টেই সিরাজ যেভাবে ক্লান্তিহীনভাবে খেলে গেছেন তা দেখে অবাক হয়েছেন কিংবদন্তি এই ইংলিশ ক্রিকেটার। সিরিজের শেষ টেস্টে ওভালে সিরাজের ৩০ ওভারের বোলিংয়ের উদাহরণ টেনেছেন তিনি।

এ প্রসঙ্গে গাওয়ার বলেছেন, আমি আসলেই জানতে চাই সে কীভাবে নিজেকে প্রস্তুত রাখে, কী খায় এবং কী পান করে। কারণ আমি ইংল্যান্ডের সব বোলারদেরই সেটা দিতে চাই। সিরাজকে নিয়ে যেটা আমাকে সবচেয়ে বেশি নাড়া দিয়েছে তা হলো— সে পাঁচটি টেস্টই খেলেছে এবং একটুও কমতি রাখেনি। তবুও, ইংল্যান্ডের দ্বিতীয় ইনিংসে (ওভাল) সে ৩০ ওভারের বেশি বল করেছে কারণ সেদিন পেসারদেরই বোলিং করতে হচ্ছিল। কিন্তু সে কখনো হাল ছাড়েনি। থেমে যায়নি, ক্লান্তও দেখায়নি।

একমাত্র মার্ক উড ও সিরাজই সিরিজের সবগুলো টেস্টে খেলেছেন। এ ছাড়া ইংল্যান্ডের পেসাররাও ফিটনেস নিয়ে সমস্যায় ভুগছেন। তাই সিরাজই উদাহরণ হতে পারেন বলে ধারণা গাওয়ারের।

তিনি বলেন, এটা তার জয়ের আকাঙ্ক্ষা ও ফিটনেসের এক অসাধারণ প্রমাণ। যে বিষয়টা আমাকে অবাক করেছে, তা হলো—ইংল্যান্ডের বোলিং গত কয়েক বছরে ফিটনেস ধরে রাখা নিয়ে সমস্যায় ভুগছে। খুব কমই দেখা যায় যে একই বোলিং আক্রমণ ম্যাচের পর ম্যাচ খেলছে। অথচ এখানে এমন একজন আছেন, যে পুরো পাঁচটি টেস্ট খেলেছে, সিরিজের শেষ ইনিংসে ৩০ ওভার বল করেছেন এবং সেটা উপভোগও করেছে

যদিও সিরাজকে ফিট রাখতে বুমরাহর মতো তাকেও বেছে বেছে ম্যাচ খেলানোর আহ্বান জানিয়েছেন ভারতের সাবেক ক্রিকেটার আরপি সিং। তিনি পিটিআইকে বলেছেন, ভবিষ্যতে সিরাজকে ইনজুরি থেকে রক্ষা করতে হলে তার ওয়ার্কলোড ম্যানেজমেন্ট খুবই জরুরি। ফাস্ট বোলাররা যখন অল্প সময়ের মধ্যে বেশি ম্যাচ খেলে, তখন তাদের ইনজুরির ঝুঁকি বেড়ে যায়। ঠিক যেমনটা আমরা বুমরাহর ক্ষেত্রে করেছি, সিরাজের ক্ষেত্রেও তেমনটা করা উচিত।

সত্যিই কি বিয়ে করতে চলেছেন রোনালদো? জর্জিনার নতুন পোস্ট ঘিরে জল্পনা তুঙ্গে

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

পর্তুগিজ ফুটবল তারকা ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো ও আর্জেন্টাইন মডেল জর্জিনা রদ্রিগেজের দীর্ঘদিনের সম্পর্ক এবার পরিণয়ের পথে হাঁটতে চলেছে বলেই ধারণা করছেন ভক্তরা।

সোমবার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ইনস্টাগ্রামে একটি ছবি পোস্ট করে নতুন করে সেই গুঞ্জনে ইন্ধন জোগান জর্জিনা। ছবিতে দেখা যায়, রোনালদোর হাতের ওপর রাখা জর্জিনার হাত, আর তার অনামিকায় একটি হীরে বসানো আংটি। ছবির ক্যাপশনে জর্জিনা লেখেন, হ্যাঁ, আমিও রাজি। আমার পরবর্তী জীবনের জন্য।

এই পোস্টের পরই শুরু হয় জল্পনা— তবে কি অবশেষে বিয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন রোনালদো ও জর্জিনা? যদিও এ নিয়ে তারা সরাসরি কোনো মন্তব্য করেননি। এদিকে, জুয়েলারি বিশেষজ্ঞদের মতে, আংটির ওজন প্রায় ১০-১৫ ক্যারেট এবং এর মূল্য এক মিলিয়ন মার্কিন ডলারেরও বেশি। হীরার ঝলক আর আভিজাত্য নজর কাড়ছে নেটিজেনদের।

রোনালদো এর আগে একাধিকবার ইঙ্গিত দিয়েছিলেন বিয়ের বিষয়ে। বিশেষ করে জর্জিনার জীবনভিত্তিক নেটফ্লিক্স ডকুমেন্টারি 'আই অ্যাম জর্জিনা'-তে রোনালদো বলেছিলেন, যখন সেই সঠিক মুহূর্তটা আসবে, তখনই হবে। ধারণা করা হচ্ছে, সেই মুহূর্ত এবার এসে গেছে।

উল্লেখ্য, ২০১৬ সালে মাদ্রিদের একটি বিলাসবহুল বুটিক স্টোরে প্রথমবারের মতো দেখা হয় রোনালদো ও জর্জিনার। সেই সময় সেলস অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসেবে কাজ করতেন জর্জিনা। সেখান থেকেই শুরু হওয়া সম্পর্ক এখন ফুটবল বিশ্বের অন্যতম আলোচিত প্রেমকাহিনিতে রূপ নিয়েছে। এই দম্পতির দুটি সন্তানও রয়েছে।

এশিয়া কাপ দিয়েই মাঠের লড়াইয়ে ফিরতে চান সূর্যকুমার

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

অস্ত্রোপচারের পর পুনর্বাসন চলছিল বেশ কিছুদিন ধরেই। এবার ক্রিকেটীয় প্রস্তুতিও শুরু করলেন সূর্যকুমার যাদব। স্পোর্টস হার্নিয়ার অস্ত্রোপচারের পর ব্যাটিং অনুশীলনে ফিরলেন ভারতের টি-টোয়েন্টি অধিনায়ক। লক্ষ্য তার এশিয়া কাপের আগে পুরোপুরি প্রস্তুত হয়ে ওঠা।

বেঙ্গালুরুতে সেন্টার অব এক্সিলেন্সে (জাতীয় একাডেমি) ব্যাটিং অনুশীলন শুরু করেছেন সূর্যকুমার। ভারতীয় বোর্ডের মেডিকেল স্টাফদের পর্যবেক্ষণে আছেন তিনি এখনও। ক্রমে তার ওয়ার্কলোড বাড়ানো হবে।

গত জুনে জার্মানির মিউনিখে অস্ত্রোপচার হয় সূর্যকুমারের। প্রাথমিকভাবে লক্ষ্য ছিল এই মাসের বাংলাদেশ সফরের আগে তার পুরো ফিট হয়ে ওঠা। তবে সেই সফর পিছিয়ে গেছে আগামী বছরে। এখন তিনি তাকিয়ে এশিয়া কাপে। আগামী ৯ সেপ্টেম্বর সংযুক্ত আরব আমিরাতে শুরু এশিয়া কাপ। ভারতের প্রথম ম্যাচ পরদিন দুবাইয়ে আমিরাতের বিপক্ষে।

৩৪ বছর বয়সী ব্যাটসম্যান সবশেষ খেলেছেন জুনে মুম্বাই টি-টোয়েন্টি লিগে। স্বীকৃতি ক্রিকেটে তাকে সবশেষ দেখা গেছে গত ১ জুন আইপিএলের দ্বিতীয় কোয়ালিফায়ার ম্যাচে। এশিয়া কাপের আগে ব্যাটিং অনুশীলনের অংশ হিসেবে সেন্টার অব এক্সিলেন্সে কিছু প্রস্তুতি ম্যাচ খেলতে পারেন তিনি।

● স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক এবং মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ● সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৪৩৮২০৩১
● Printed, Published and Owned by MRITYUNJOY SARDAR ● Printed by Queen Press - Hedia, P.O. : Uttar Moukhali, P.S. : Jibantala, Dist. : South 24 Parganas, Pin : 743329 and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 & 19D, Jamir Lane, Kolkata -700 019 ● Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR